বাংলা সাজেশন প্রশ্নর উত্তরসমূহ (মিড টার্ম)

১। ক) ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৫

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য

- **১. ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র:** ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট হতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের বদলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উভয়ই ডোমিনিয়নের মর্যাদা পাবে। একই দিনে বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে।
- **২. ডোমিনিয়নের গণপরিষদ:** প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য পৃথক গণপরিষদ থাকবে, গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হবে।
- **৩. ডোমিনিয়নের পরিধি ও সীমানা:** সিন্ধু প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ নিয়ে ভারত রাষ্ট্র গঠিত হবে।
- **৪. গভর্নর জেনারেল নিয়োগ:** প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য একজন গভর্নর জেনারেল থাকবেন। তিনি হবেন হেড অব দি স্টেট। এর ফলে ১৯৪৭ সালের ভারত সচিবের পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

খ) এই আইনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩

- **দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ত্যাগে বাধ্য:** দেশ বিভাগের কারণে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।
- **শরণার্থী সমস্যা:** বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ফলে বিশেষত ভারতের সীমান্ত প্রদেশগুলি হতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানে আসতে শুরু করে। এদের পুনর্বাসন, স্থানীয়দের সঙ্গে একত্রীভূত করে দেয়া ছিল পাকিস্তানের অন্যতম সমস্যা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশটির জাতীয় সংহতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- **বাংলা বিভাগ:** শুধু ধর্মীয় বন্ধনের কথা বলে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার কারণে বাঙালি জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতার ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়।

২। ক) ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণ আলোচনা করো। ৫

- **৯. অর্থনৈতিক কারণ:** ভাষা আন্দোলনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল। বাংলার প্রায় সব মানুষই বাংলায় কথা বলে। তাদের অনেকেই শিক্ষার্থী, চাকরি প্রত্যাশী ও চাকরিজীবী ছিল। শিক্ষিত বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিসহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাংলা ভাষাভাষীরা ভাষা জটিলতায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর ছিল। সরকারের নিম্নপদস্থ বহু কর্মচারীদের বিরাট এক অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি বসবাস করতো। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের ধর্মঘট, হরতাল, কর্মবিরতি, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ আন্দোলন প্রভৃতি ভাষা আন্দোলনে ব্যাপক গতি সঞ্চার করে। এছাড়াও সরকারের বৈষম্য নীতি, ক্ষমতাসীন লীগ সরকারের অযোগ্যতা, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক এলাকাব্যাপী দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ইত্যাদি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনের নেপথ্যে কাজ করে।

খ) ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে কি ছাত্রদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল? ৩

- **১০. ছাত্রদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি :** ভাষা আন্দোলনে মূলত: ছাত্র ও যুব শ্রেণী অংশগ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সালে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারিতে মূলত ছাত্ররা আন্দোলন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অনেকে শহীদ হন। ছাত্রদের এই সংগ্রাম এই আত্মত্যাগ তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালিদের মনকে নাড়া দেয় এবং আস্থার প্রতীক হতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন পরবর্তীতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে থাকে। ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের সাথে যুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

৩। ক) যুক্তফ্রন্ট কী? ৩

যুক্তফ্রন্ট

- ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ পূর্ব বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হলে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট (United Front) গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রধান দলগুলো ছিল-
- ১. কৃষক শ্রমিক পার্টি
- ২. আওয়ামী মুসলিম লীগ
- ৩. নিজাম-ই-ইসলাম
- ৪. গণতন্ত্রী দল।

যুক্তফ্রন্ট

- যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচনী জোট।
- এর প্রধান কার্যালয় ছিল ৫৬, মিসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা।
- যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেয়।

খ) যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীতে ভাষা প্রসঙ্গে উল্লেখিত দফাসমূহ উল্লেখ করো। ৫

২১-দফা দাবীসমূহ

1. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে;

10. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যকার বৈষম্য বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে;

16. বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে;
17. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে;
18. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হবে;

৪। ক) ১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৫

১. ইসলামী প্রজাতন্ত্র : '৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রপতি মুসলমান হবেন এ শর্ত যুক্ত করা হয়।

২. যুক্তরাষ্ট্র: পাকিস্তান হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিকসরকারের ভেতর ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়। ক্ষমতার ক্ষেত্রে তিনটি ভাগ দেখা যায় একটি কেন্দ্রীয় সরকারের, একটি প্রাদেশিক সরকারের এবং একটি ছিল যুগ্ম তালিকাভূক্ত।

৩. সংসদীয় সরকার: কেন্দ্রে এবং প্রদেশে সংসদীয় প্রকৃতির বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানে পরিণত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন।

৪. এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা: পাকিস্তানে গোড়া থেকেই যদিও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে আলোচনা চলছিল, শেষ পর্যন্ত দেশে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। ১০ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৩১০ সদস্যের পার্লামেন্ট গঠনের কথা বলা হয়। সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে আসন বন্টন করা হয়।

৫. রাষ্ট্রভাষা: বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

খ) এই সংবিধান কি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পেরেছিল? ৩

না, এই সংবিধান বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পেরেছিল না। কারণ:

- কিন্তু একথা ঠিক পূর্ব বাংলার দীর্ঘদিনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, সংসদীয় ব্যবস্থা, প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্র ভাষার দাবি এই সংবিধানের মাধ্যমে পূরণ হয়েছিল। ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের ভেতর এটি কতটা কার্যকর করা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দেহ তো ছিলই, একই সঙ্গে নতুন কিছু উপাদান যোগ হয়ে সংবিধান বিষয়ে পূর্ণ বাংলার প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক হয়ে পড়ে।
- সংবিধান প্রণয়ন করলেও যখন দেখা যায় পূর্ব বাংলার নাম বদলিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' করা হয়েছে, জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়নি। পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে এক এক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে তখন স্বভাবতই এ সংবিধান আর পূর্ব বাংলার মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য থাকেনি।
- সুতরাং অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যে সংবিধান ১৯৫৬ সালে প্রণয়ন করা সম্ভব হয় সেটি দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। সংবিধানটি বিভিন্ন চক্রান্তের কারণে কার্যকরও করা যায়নি। একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার আগেই সামরিক শাসন জারি করে সংবিধানকে অকার্যকর করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয় বাধাগ্রস্ত। শুরু হয় পাকিস্তানের ইতিহাসে সামরিক শাসন।

৫। ক) সামরিক শাসন কী? ৩

সামরিক শাসন কী?

সাধারণত বেসামরিক কার্যাবলি যখন সামরিক লোক দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে সামরিক শাসন বলে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যখন বেসামরিক লোকের পরিবর্তে সামরিক লোক আসে তখনই ঐ অবস্থাকে সামরিক শাসন বলে।

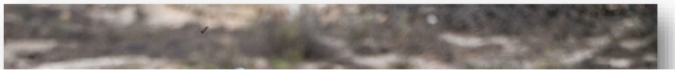

খ) ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারির ইতিহাস আলোচনা করো। ৫

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ইতিহাস

ইস্কান্দার মির্জা

আইয়ুব খান

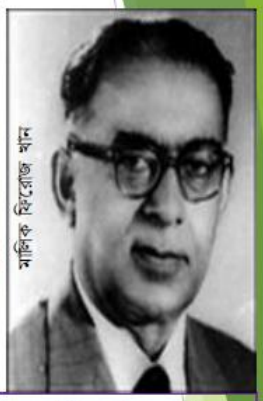

মালিক ফিরোজ খান

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। রাষ্ট্রপতি সামরিক শাসন জারির কারণ হিসেবে দুর্নীতি, রাজনৈতিক কোন্দল ও অস্থিতিশীলত অবস্থাকে চিহ্নিত করেন। তিনি দেশের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। **প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে।** এর কিছুদিনের মধ্যে ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

৬। ক) পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল ? ৩

প্রশ্ন: পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল?

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল শোষক ও শোষিতের। জোঁক যেমন মানবদেহ থেকে জোরপূর্বক রক্ত শোষন করে ঠিক একই ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের উপর শোষন, অন্যায়, অবিচার চালাতে থাকে। ব্যাপক বৈষম্য বাঙালিদেরকে প্রতিবাদি করে তোলে। সবশেষে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালিরা নতুন রাষ্ট্র পায়।

খ) পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার রাজনৈতিক/প্রশাসনিক বৈষম্য আলোচনা করো। ৫

রাজনৈতিক :

রাজধানী

শুরুতেই বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশিরভাগ বাঙালি হলেও নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঢাকার পরিবর্তে করাচিতে স্থাপিত হয়। ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে থাকে।

রাষ্ট্রের বড় বড় পদে নিয়োগ

রাষ্ট্রের বড় পদ গভর্ণর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া হতো। বাঙালিদের কে বড় পদে নিয়োগে বৈষম্য ছিল বড় ধরনের একটি রাজনৈতিক বৈষম্য।

১৯৪৭-১৯৭১ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ

মন্ত্রীপরিষদ ১৯৪৭-৭১	
মোট মন্ত্রী	২২১
পূর্ব-পাকিস্তান (বাঙালী)	৯৫
পশ্চিম-পাকিস্তান	১২৬
আইয়ুবখানের আমল	মোট ৬২
পূর্ব-পাকিস্তান (বাঙালী)	২২

সামরিক শাসন জারি

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করে সবধরণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংসদ কার্যক্রম ও সব ধরণের মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। আইয়ুব খানের আমলে রাজনীতিবিদদের দমন, জেল জরিমানা, বাঙালিদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা ও আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করা সত্বেও সরকার গঠন করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়।

প্রশাসনিক:

প্রশাসনিক বৈষম্য চিত্র		
ক্ষেত্রসমুহ	পূর্ব -পাকিস্তান	পশ্চিম- পাকিস্তান
মন্ত্রণালয়	০০	১০০
কেন্দ্রীয় ব্যাংক	২৩	৭৭
রেলওয়ে	২৩	৭৭
কর্পোরেশন	২৩	৭৭

সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয় যা মৌলিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই বৈষম্য করেছিল।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নায্য পদ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। যেন তারা পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে যেমন-প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাঙালিদের বড় পদে নেওয়া হতো না। প্রথম শ্রেণির পদে মাত্র ২৩ ভাগ বাঙালিকে নেওয়া হতো।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেলওয়ে, কর্পোরেশন সহ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কার্যালয়ে বাঙালিদের নিয়োগে একই রকম বৈষম্য ছিল।

বি. দ্র. : এই প্রশ্নে প্রশাসনিক / রাজনৈতিক যেকোনো একটি বিষয় এর অপর প্রশ্ন আসবে।